# অগ্নিতে নৈর্ঋতে

রাহাত রাস্তি

তাম্রলিপি

## উৎসর্গ

সুব্রত সরকার

শ্রাবণী একুশের শেষ অফিসার।

সুব্রত আবৃত্তিতে বহুদূর যেতে পারত। বহুদূর গিয়েছে ঠিকই, তবে আবৃত্তিতে না। জোহানেসবার্গ হয়ে সিডনিতে। ইউনিভার্সিটির মঞ্চনাটকে অভিনয় করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

নাটকে মিটসেফের তাক লাগানোর একটি দৃশ্য ছিল। চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে সেই দৃশ্যে সে মিটসেফের তাক লাগিয়েছিল।

হা হা হা।

# ভূমিকা

আমি যখন এই ভূমিকাটি লিখছি এম টি প্যাসিফিক জেড জাহাজ তখন যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন থেকে পানামা ক্যানেল হয়ে পেরু যাচ্ছে। ইস্টার্ন প্যাসিফিক শিপিং কোম্পানির এই জাহাজটিতে তখন সেকেন্ড অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অনবোর্ডেড আছেন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির পয়তাল্লিশতম ব্যাচের সাব্বির আহম্মেদ।

সাব্বির আমার কলেজের ছোটো ভাই। তার সাহায্য ছাড়া এই গল্প লেখা সম্ভব হতো না। খুঁটিনাটি নানা তথ্য-উপাত্ত, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও সুদূর মহাসাগর থেকে ভিডিও বার্তায় এই গল্পের প্রয়োজনীয় সকল কিছু সে আমার চোখের সামনে হাজির করেছে তৎক্ষণাৎ। এই গল্পটি তাই তারও। ভুল কিছু হলে সাব্বির দায়ী। হা হা হা। প্রিয় পাঠক, চলুন অগ্নিতে নৈর্ঋতে নাবিক নুজাইরার সাথে আমরাও ভ্রমণসঙ্গী হই।

**রাহাত রাস্তি**
ফেব্রুয়ারি ২০২৪
ঢাকা

একদিন—হয়তো—কে জানে
তুমি আর আমি
ঠান্ডা ফেনা ঝিনুকের মতো চুপে থামি
সেইখানে রবো পড়ে়!—
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে় ঝরে
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
গান গায় সিন্ধু তার জলের উল্লাসে।

— জীবনানন্দ দাশ

# পূর্বাভাস

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাবিক নুজাইরা প্রমোদতরি নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে ভূমধ্যসাগর। যাত্রাপথে নোঙর করবে প্রাচীন শহর রোমে। বার্সেলোনা হয়ে জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে পড়বে আটলান্টিক মহাসাগরে। সেখানে ঘণ্টায় চৌদ্দ নট স্পিড তুলতে পারলে দশ দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে ব্রাজিল।

নুজাইরা কি শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে? দীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণ কি প্রমোদতরিটির আনন্দ উল্লাসের মতোই কুসুমিত হবে? এর আগে ইস্তাম্বুল যাওয়ার পথে নুজাইরা নাটকীয়ভাবে জেনে যায় বেঁচে আছেন বাবা!

বিপৎসংকুল মুহূর্তে জলদস্যুর প্রেম ও কামের শাশ্বত বাঁধনে বাঁধা পড়ে এক অদম্য সাহসী তরুণী। কে সেই জলদস্যু? এই তরুণীটিইবা কে?

ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি চিরে এগিয়ে চলেছে একটি জাহাজ। সুদৃশ্য এই প্রমোদতরিটি আজ দুপুরের একটু আগে গ্রিসের এথেন্স বন্দর ছেড়ে এসেছে।

আবহাওয়া খুব একটা ভালো ছিল না তখন। হাড় কাঁপানো শীতের সাথে চলছিল অবিরাম বৃষ্টি। একটু দূরের প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল হাত বাড়ালেই ধরে ফেলা যাবে লালচে মেঘের চাদর।

প্রমোদতরিটির নাম সাউথ ফ্লাওয়ার। জাহাজটি তার সুনিপুণ প্রান্তভাগ দিয়ে সমুদ্রের নীলজল দুইভাগ করে অজস্র সাদা জবাফুল ফুটিয়ে ছুটে চলেছে সুদূরে।

শুরুতে মন্থরগতিতে উপকূল অতিক্রম করে চমৎকার একটি বিকালের ওপাশে গিয়ে পড়ল সাউথ ফ্লাওয়ার।

এথেন্স থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা চলার পর শান্ত সুন্দর আবহাওয়ায় এসে পড়েছে সাউথ ফ্লাওয়ার। সহকারী ক্রুদের দায়িত্ব দিয়ে খানিক বিশ্রামের উদ্দেশ্যে নিজের কেবিনের দিকে পা বাড়ালো ক্যাপ্টেন নুজাইরা।

সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই। মগ ভর্তি কফি নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে ছুটল নুজাইরা। কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। ইউনিফর্ম ও জুতা পরেই গা এলিয়ে দিলো নীল রঙের ডিভানে।

বিছানার দিকে ছুড়ে দিলো কালো ক্যাপ। আধশোয়া অবস্থায় কফির মগে পুরু ঠোঁট রেখে একসাথে অনেকখানি কফি গিলল। সাদা মগে নুজাইরার

ঠোঁটের দাগ লেগে আছে। হাত বাড়িয়ে পাশের ছোট্ট কাচের টেবিলে রাখল কফির মগ।

পরক্ষণেই মনে হলো সারা শরীর ঘেমে আছে। পা দুটো শূন্যে ছুড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। কেবিনের এক পাশের বিশাল আয়নায় নিজেকে দেখল।

বুকের বোতামগুলো খুলে হাত উঁচিয়ে মাথা গলিয়ে খুলে ফেলল সাদা শার্ট। পিঠে ডান হাতের আঙুল ব্যবহার করে খুলে নিল ছোট্ট গোলাপি আবরণ। মুক্ত হয়ে লাফিয়ে উঠল দুটো সাদা পায়রা।

স্নানঘরে ঢুকে পড়ল নুজাইরা। ঠান্ডা ও গরম পানির সমন্বয়ে অনেকক্ষণ নিজেকে ভেজাল। স্নিগ্ধ নগ্ন শরীরে কোমল তোয়ালে জড়িয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।

শরীর থেকে তোয়ালে খুলে সারা পিঠ, মুখ ও সুগঠিত বাহুতে ছড়িয়ে থাকা লালচে-কালো চুল মুছতে লাগল।

নিজেকে আয়নায় এই অবস্থায় দেখে নুজাইরা গুনগুন করে—

'শোনো গো দখিনও হাওয়া, প্রেম করেছি আমি

চোখেতে লেগেছে নেশা দিক ভুলেছি আমি।'

খুব ছোটোবেলায় শোনা এই গান নিজেকে দেখে প্রায়ই গুনগুন করে সে।

কিন্তু আজ এই সমুদ্রে, জাহাজের ছোট্ট স্নানঘরে, দিক ভুলেছি আমি—এই লাইনটি গেয়েই গোলাপি জিভ কামড়ে ধরে খুব হাসল। জাহাজে দিক ভুলে যাওয়া একদম ঠিক হবে না! এবং সে নিজেই যখন দায়িত্বশীল ক্যাপ্টেন।

কেবিনের নিজের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে নুজাইরা। গভীর সমুদ্রের শীতল বাতাস বইছে। অনুকূল আয়ন বায়ু। শান্ত সমুদ্রে ভাসছে জাহাজ।

সন্ধ্যাবাতি জ্বেলেছে তারারা সুদূরে। অনেকদিন পর নুজাইরা গায়ে জড়িয়েছে ফিনফিনে মসলিনের নীলরং শাড়ি। এই অসম্ভব সুন্দর শাড়িটি তাকে দিয়েছিল ইস্তাম্বুলে স্থায়ী হয়ে যাওয়া বাংলাদেশি এক নারী। নুজাইরাকে একবার মুম্বাইয়ের একটি পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে বেশ কিছুদিন ইস্তাম্বুল থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ের ঘটনা।

নুজাইরা অতি স্বচ্ছ শাড়ির আঁচল বুকে টেনে নিতে নিতে নিজের অজান্তেই হেসে উঠল। ইস্তাম্বুলের মেয়েটি তখন বলছিল, তোমার যা ফিগার, এই শাড়িতে তোমাকে মাথা খারাপ করা সুন্দর লাগবে। শাড়ি পরা শেষে কক্ষের বিশাল আয়নায় নুজাইরা নিজেকে দেখল। মনে পড়ে গেল মেয়েটির কথা।

কেবিনের নির্জন বেলকনি।

চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে নুজাইরা। সন্ধ্যা নামার আগে শরীর জুড়ানো বাতাস উড়িয়ে নিচ্ছে তার আঁচল। নীলজল সমুদ্রের অলৌকিক এই পরিবেশে যেন নেশা হয়ে গেছে নুজাইরার। সে তার নেশা নেশা কাজল চোখে আঁচলের ওড়াউড়ি দেখছে। হঠাৎ তার নিজেকেই একটা সমুদ্র মনে হলো। মেদহীন শরীরে সুউচ্চ ঢেউ তাকে সমুদ্রই করেছে আসলে। মায়াময়, শান্তি শান্তি নীল। দুর্ধর্ষ, উত্তাল।

কোমর বাঁকিয়ে নুজাইরা আকাশের দিকে মেলে দিতে লাগল বুক। সে আজ সত্যি সমুদ্র হতে চায়। জাহাজের ডেকে শুয়ে এলোমেলো বাতাস গায়ে

মেখে নীলজল সমুদ্র হয়ে গেছে তার শরীর। নিতম্বের ঢেউ ফুলে ফুলে উত্তাল হয়ে উঠছে বুকে।

উড়ে যাওয়া শাড়ির আঁচল টানছে না সে। অনাবৃত হয়ে আছে বুক। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের চূড়ার মতো নুজাইরার একজোড়া স্তনে এসে লুটিয়ে পড়ছে বাতাস।

নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় যখন এই নীল-নির্জনে মেতে উঠেছে সে, ঠিক তখন। হঠাৎ করেই যেন কোথাও তাল কেটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে আঁচল টেনে বসে পড়ল নুজাইরা।

কেবিনের বারান্দার অন্য প্রান্তে সঙ্গোপনে এক পৃথিবীর কামনা নিয়ে নুজাইরাকে দেখছিল একটি ছায়ামূর্তি।

যত দ্রুত আঁচল টেনে ডেকের ওপর শোয়া থেকে উঠে বসেছে নুজাইরা, তারও চেয়ে দ্রুত ছায়ামূর্তিটিকে লক্ষ করল। ঘেমে উঠল সন্ধ্যা কুটুম্বের মুখ। বুঝতে পারল লোকটি, সুর কেটে গেছে।

অবশ্য হাঁটুতে নামানো ট্রাউজার ওঠাতে সময় পেল না সে। মার্শাল আর্টে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া নুজাইরার ক্ষিপ্র গতির একটি উড়ন্ত লাথি এসে লাগল লোকটির মুখে। সামলে উঠতে না পেরে জাহাজ থেকে ছিটকে পড়ে গেল লোকটি।

ডেকের রেলিং ধরে নিজেকে সামলে নিল নুজাইরা। শাড়ি পরে উড়ন্ত লাথি দেওয়ার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম।

শাড়ি ঠিকঠাক করে সে এবার দূর সমুদ্রের দিকে তাকাল। মস্ত বড়ো একটা লালটিপের মতো সূর্যটা ডুবছে। বড়ো পাত্রের জলে একবিন্দু রং যেভাবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, সমুদ্রের জলে সেভাবেই রাধাচূড়ার ফুলের মতো ঝরে ঝরে পড়ছে ডিমের কুসুম সূর্যটা!

মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে নুজাইরা। নুজাইরা এখন কপালে টিপ পরে না। আগে খুব টিপ পরার অভ্যাস ছিল তার।

সমুদ্রের পানিতে অস্তগামী সূর্যের টিপ হয়ে যাওয়া দেখে নুজাইরার আজ আবার খুব টিপ পরতে ইচ্ছে করছে।

কেবিনে ঢুকে ফোন করে একজন ক্রুকে তার কেবিনের দিকে আসতে বলল সে। সাথে সাথে লম্বামতো ক্যারিবিয়ান ক্রু হ্যামিল্টন উপস্থিত হলো। নুজাইরা বের হয়ে এল কেবিন থেকে।

হ্যালো ক্যাপ্টেন! বলল হ্যামিল্টন।

হ্যালো! বলে হ্যামিল্টনের দিকে মিষ্টি হেসে হাত নাড়াল নুজাইরা।

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে হ্যামিল্টন, আবারও বলল নুজাইরা।

প্লিজ বলো? হ্যামিল্টন বলল।

নুজাইরা এবার তার কেবিনের বারান্দার অন্য পাশটি দেখিয়ে হ্যামিল্টনকে বলল, জাহাজের ওই দিকটার অ্যাংকর ক্যাবল ধরে একটি লোক ঝুলে আছে। দড়ি ফেলে তাকে জাহাজে টেনে তোলার ব্যবস্থা করো।

বিস্মিত হ্যামিল্টন তাকিয়ে রইল তাদের ক্যাপ্টেনের দিকে।

নুজাইরার ঠোঁটে এবার দুষ্ট হাসি। বলল, কী বুঝতে পারছ না, তাই তো?